দৈনিক বাংলা

তারিখ 10/3/79
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

150

এতিমখানার অভ্যন্তরে

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঐতিহ্যবাহী সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানার সাড়ে ৪শ এতিম অব্যবস্থা ও দুর্নীতির নির্মম শিকারে পরিণত হয়েছে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে এতিমখানার অনাথদের খাওয়ানো হচ্ছে অখাদ্য-কুখাদ্য। ওদের রাখা হয়েছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। রোগ-ব্যাধিতে চিকিৎসা-সেবাযত্নহীন দিন কাটছে ওদের। লেখাপড়ার পর্যন্ত সুযোগের অভাবে ওদের সুপ্ত সম্ভাবনা মুকুলেই বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অবিলম্বে এতিমখানার প্রশাসনিক অব্যবস্থার অবসান হওয়া উচিত।

৭০ বছর আগে দানবীর নবাব স্যার সলিমুল্লাহ এ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন। এ প্রতিষ্ঠানটি অতীতের সকল গৌরব হারাতে বসেছে। গতকাল গিয়েছিলাম এই এতিমখানায়। তিন ঘন্টা ছিলাম। এ সময়ের মধ্যে আমার অভিজ্ঞতা এই— এখন যিনিই যাবেন এ এতিমখানা দেখতে এর ৩৫২ জন শিশু-কিশোরের জন্যে তাঁর বুক বেদনায় ভারি হয়ে উঠবে।

এতিমখানার নির্বাহী পরিষদের অবৈতনিক সম্পাদক আমাকে দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে তার প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি নেই। খবরের কাগজগুলো দায়িত্বহীন ও ক্ষতিকর খবর প্রকাশ করছে।

বৃহস্পতিবার এতিমখানার অনাথরা যে অখাদ্য নিয়ে আসে তা খাবারের অনুপযুক্ত বলে তিনি স্বীকার করেন। ঐ দিনের রুটি সম্পর্কে তিনি বলেন যে তারা খারাপ গম পেয়েছেন। তিনি কিছু নমুনাও এনে দেখান। পোকায় খাওয়া ও কালো হয়ে যাওয়া এ গম তাদেরকে সরকার দিয়েছেন বলে তিনি দাবী করেন।

এতিমখানার কয়েকজন ছাত্রছাত্রী এ প্রসঙ্গে অভিযোগ করেছে যে ওই ময়লা আটাতেই বাইরে থেকে কাঠের গুঁড়ো ও ভুষি এনে মেশানো হয়।

খারাপ খাবারে অনাথ ছেলে-মেয়েদের অধিকাংশ পেটের পীড়ায় ভুগছে। এতিমখানার ডিসপেন্সারীতে গতকাল সকালে যে ৫৬ জন ছেলে-মেয়ে চিকিৎসকের কাছে যায় তাদের অধিকাংশ পেটের পীড়ায় আক্রান্ত। পেটের পীড়ার মধ্যে রয়েছে ডাইরিয়া, আমাশয় ও বদহজম। কর্তৃপক্ষ আমাকে যে কাগজপত্র দেখিয়েছেন তাতে জানা যায়, যকৃৎ, পেটের ঘা, রক্তশূন্যতা, শারীরিক দুর্বলতা অর্থাৎ অপুষ্টিতে বেশ কিছু ছেলে-

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

এতিমখানা

(১-এর পৃঃ পর)

মেয়ে ভুগছে। কিন্তু তাদের জন্যে আলাদা পথ্যের ব্যবস্থা নেই।

শুধু খাবার কেন, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা নেই। কয়েকটা পানির ট্যাংক থেকে বড় লম্বা কীট ট্যাপ খোলার সাথে সাথেই বেরিয়ে এলো।

এতিমখানার ছেলেমেয়েদের প্রায় সকলের পোশাক নোংরা, ছেঁড়া। এব্যাপারে কর্তৃপক্ষ জানান যে বছরের প্রথম বরাদ্দের কাপড়-চোপড় নানা কারণে বিলম্ব হয়ে গেছে। শীগগীরই বিতরণ শুরু হবে।

কাপড়-চোপড় কেনা ও বিতরণ সম্পর্কে তদন্ত করলে চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে পড়বে।

কাপড়-চোপড়ে মেয়েদের অবস্থা আরো খারাপ। শারীরিক পরিচ্ছন্নতা, কাপড়-চোপড় ধোয়ার জন্যে মাসে ১ খানা সাবান ও ১ ছটাক সরষের তেল দেয়া হয়।

একজন কিশোরী বললো—এক ছটাক তেল কদিন মাথায় দেয়া যায়? ছেলেমেয়েদের গোসলখানা ও পায়খানাগুলো দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ৩৩৬ জন ছেলের জন্যে এতিমখানায় মাত্র ১৪টি পায়খানা রয়েছে। গোসলের একটি মাত্র হাউজে পানি রয়েছে। আর তার রং কাপড় ধোয়া ইত্যাদিতে ময়লা-কাদাটে হয়ে গেছে। দেখলাম, ছোট ছেলেরা এই পানি দিয়েই গোসল করছে। নবনির্মিত ভবনের দোতলায় কিছু ছেলেকে স্থানান্তর করা হয়েছে। সেখানে দরজা ছাড়া বায়ু প্রবাহের ব্যবস্থা নেই। ওখানে কোন গোসলখানা বা পায়খানা নেই। ছেলেমেয়েদের থাকার ঘরগুলো চুনকামহীন, নোংরা, বিছানার চাদর ছেঁড়া-ময়লা।

সব মিলে ভ্যাপসা দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়েছে।

দালান চুনকাম মেরামতে আসবাবপত্রে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণ টাকা ব্যয় করা হচ্ছে বলে বাৎসরিক আয়-ব্যয়ে দেখানো হয়েছে। ছেলে-মেয়েদের পড়ালেখার জন্যে কোন চেয়ার-টেবিলের ব্যবস্থা নেই। থাকার চৌকি ভাঙ্গা। ইটপাথর দিয়ে খাড়া করানো বেশ কিছু চৌকি নজরে পড়ল।

সরকার প্রতি মাসে এতিমখানার অনাথপিছু একশ টাকা করে দিয়ে থাকেন। দানশীল ব্যক্তিদের তরফ থেকেও নানাভাবে সাহায্য আসে। এছাড়া, এতিমখানার নামে বাড়ি এবং দোকানপাট আছে যার ভাড়া বাবদ বেশ কিছু টাকা আয় হয়। সব মিলিয়ে এতিমখানাটি ভালভাবে চলার কথা। কিন্তু তা চলছে না। এতিমখানার পরিচালনা ও প্রশাসনিক ব্যয় নিয়েও অসংখ্য অভিযোগ। অভিযোগ রয়েছে নতুন ভবন নির্মাণে লোহার রড, সিমেন্ট, বালি কেনা নিয়েও। কর্তৃপক্ষ গত ক বছরের মুদ্রিত আয়-ব্যয়ের হিসেবপত্র দিয়েছেন। তা চার্টার্ড একাউনট্যান্ট দিয়ে অডিট করা হয়েছে কিনা তার উল্লেখ নেই।